

শ্রীমতী গান্ধী নব কংগ্রেস
লোকসভায় নিরঙ্কুশ-গরিষ্ঠ।
সারা দেশের জনমত জানা
গেছে, এই বাংলার এখনো
বোঝা যাচ্ছে না। এই রাজ্যে
ভোট আর ভাগ্য গণনা একই

সঙ্গে চলছে। হয় নব কংগ্রেস নয়
সি পি আই এম-গণনার
প্রবণতা এই।
প্রথম জয়ের খবর আসে
আরামবাগ থেকে। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র
সেন। তারই পরে-তিনিও

প্রফুল্ল - কাশীপুর কেন্দ্রে।
সেখানে শ্রী কে জি বন্দু পরাজিত
আরও খবর? আসনে
পোরট অফ স্পেনে। ভারত
বিজয়ী-দ্বিতীয় টেস্টে কিন্তু
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এর বিরুদ্ধে
এই প্রথম।

চলবে এ বাংলায়। জঙ্গী
শাসক ইয়াহিয়া মিতালির
আশার গোপন এক খণ্ড
পাঠিয়েছেন বিদ্রোহী মুজিবর
রহমানকে। নাকে খণ্ড? এখনো
স্পষ্ট নয়।

পং বঙ্গ বিধানসভা
রাত সাড়ে তিনটায়
দলগত দল

নব কংগ্রেস-	১৪
সি পি এম-	১৭
আর সি পি আই-এম(কুমার)-২	২
সি পি আই-এম	১
আর সি পি আই-এম	১
আর সি পি আই-এম	১
আর সি পি আই-এম	১
আর সি পি আই-এম	১
আর সি পি আই-এম	১
আর সি পি আই-এম	১

লোকসভায় দলগত অবস্থা
(রাত ৪টা)

মোট আসন-৫১৮	
মোট আসন-৫১৮	
কংগ্রেস (নব)-২৪৪	
কংগ্রেস (আর)-১৫	
স্বতন্ত্র-৫	
জনসংঘ-২১	
এস এস পি-৩	
সি পি এম-১	
সি পি আই-১৩	
সি পি এম-৫	
মিউল ও অন্যান্য-৩৪	

লোকসভায় আসনে
শ্যামপুকুরে
অশোক সেন
এগিয়ে
লোকসভায় নির্বাচনে
উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রে নব কংগ্রেস
প্রার্থী শ্রীঅশোকসেন সেন তাঁর
নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সেনের শ্রীপ্রশান্ত-
কুমার শর্মার চেয়ে ১৫ হাজারেরও
বেশি ভোট এগিয়ে আসেন। শ্যাম-
পুকুর এবং কাশীপুর কেন্দ্রে গণনার
পর এই ফলাফল পাওয়া যায়।
শ্রীসেন শ্যামপুকুর কেন্দ্রে ৪
হাজারের মত এবং কাশীপুর কেন্দ্রে
১১ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী
হয়েছেন।

রাজগঞ্জ
জলাইগাঁও থেকে রাত ১২টার
পরে এলা, রাজগঞ্জ লোকসভা আসনে
নব কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীসিদ্ধার্থ রায়
তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সি পি এম
এক প্রার্থী সুরেশ্বর সেনের চেয়ে
বেশি ভোটে জয়ী হবেন।
শ্রীসিদ্ধার্থ রায় লোকসভা কেন্দ্রে
সি পি এম প্রার্থী শ্রীসিদ্ধার্থ রায়
তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সি পি আই
এম প্রার্থী সুরেশ্বর সেনের চেয়ে
বেশি ভোটে জয়ী হবেন।

কাঁচ লোকসভা
কাঁচ লোকসভা কেন্দ্রে সি পি এম
প্রার্থী শ্রীসেন গুহ তাঁর কংগ্রেসের
প্রার্থী আশা মিতালির বিরুদ্ধে
১৫ হাজারের বেশি ভোট জয়ী
হবেন।
কাঁচ লোকসভা কেন্দ্রে
সি পি এম প্রার্থী শ্রীসেন গুহ তাঁর
কংগ্রেসের প্রার্থী আশা মিতালির
বিরুদ্ধে ১৫ হাজারের বেশি ভোট
জয়ী হবেন।

এবার ভোট গণনায়
অস্বাভাবিক বিলম্ব
পট্টাচল
পট্টাচল কেন্দ্রে ভোট গণনার
এবার অস্বাভাবিক বিলম্ব।
পট্টাচল কেন্দ্রে ভোট গণনার
এবার অস্বাভাবিক বিলম্ব।

দেশবাসীকে
ইন্দিরার
ধন্যবাদ
নয়া দিল্লি, ১১ মার্চ-লোকসভার
অন্তিম নির্বাচন তীব্র দলের গণ
রায় 'দেওয়ান' প্রকাশিত শ্রীমতী
ইন্দিরা গান্ধী আজ দেশবাসীকে
আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।
সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ঘরোয়া
বৈঠকে তিনি বলেন: জনগণের আস্থা
ও বিশ্বাস দেখে সন্তোষিত।
হাসিলে এই দেশের শত্রু, আমদের
দায়িত্ব বড়। সেই সঙ্গে এই
৪৮ বছর তাড়াহাড়ি কষ্ট, এই
প্রেরণাও যোগাবে। -সি টি আই

কে জি বন্দু পরাজিত, প্রফুল্ল সেন জয়ী, এই হিসাব ব্যক্তিগত - এই রাজ্যে এপর্যন্ত দুটি দল নব কংগ্রেস আর সি পি এম

প্রথম ফলাফল এল আরামবাগ থেকে রাত আটটায়-আদি কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জয়ী। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ফল আদি কংগ্রেসের পক্ষে। তারপর থেকে এই রাত
একটা পর্যন্ত আদি কংগ্রেসের পক্ষে আর একটা ফলও যায়নি। এখন প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী-নব
কংগ্রেস এবং সি পি এম। রাত ২-৩০ মিনিট পর্যন্ত ২১টি বিধানসভা আসনে ফলাফল বেরিয়েছে
-নব কংগ্রেস ১১, সি পি এম ১১, আর সি পি আই (কুমারপন্থী) ২, সি পি আই, আদি কংগ্রেস
একটি করে। ফরওয়ার্ড ব্লক ২। বাড়খণ্ডও পেয়েছে ১টি।

নব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় হাওয়াটা
পশ্চিমবঙ্গে পুরোপুরি না পেলো
অনেকটা পেয়েছেন। অসমত প্রায়
২১টি ফলাফল তার দেখা যাচ্ছে। তার
সকালের কাছ থেকে আসন জিনিস
নিজের। সি পি এম, ফরওয়ার্ড
ব্লক, বাম কংগ্রেস, সি পি আই প্রায়
সকালের কাছ থেকেই। তারা শহরেও
নতুন আসন পেয়েছেন, গ্রামেও
পেয়েছেন।
সেই তুলনায় সি পি এম লাভবান
কম। তারা কলকাতার তিন তিনটা
আসন হারিয়েছেন। নতুন পেয়েছেন
একটা। শিবগঞ্জ এবং গ্রামে এখনও
পর্যন্ত তুলনায় আসন হারাননি।
কিন্তু টুইনডটা এখনও পর্যন্ত
তাঁদের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাওয়ার
ইংগিতবাহক নয়। টুইনডটা তাঁদের চেয়ে

নব কংগ্রেসের এখনও পর্যন্ত অনেক
ভাল।
তাঁদের একজন বড় নেতা শ্রী কে জি
বন্দু হেরেছেন। তিনি শব্দ দলের নেতা
নয়। সরকারী কর্মীদের নেতা।
সি পি এম দলের উল্লেখযোগ্য
জর কালনার হেরেছেন কোয়ার্টার।
হেরেছেন সি পি আই নেতা ডঃ এম ও
গণিও। তাঁকে হারিয়েছেন অবশ্য সি
পি এমই। ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাক্তন
মন্ত্রী শ্রীশঙ্কু দোষও হেরেছেন। ওই
চুড়চুড় জিতেছেন প্রাক্তন কংগ্রেসী
মন্ত্রী শ্রীভগ্ন মজুমদার। হেরেছেন
আর একজন প্রাক্তন জনপ্রিয়-প্রদীপ
সি পি আই নেতা দেবজ্যাক পণ্ডা।
ফরওয়ার্ড ব্লক এখনও পর্যন্ত তাঁর
তিন তিনটা আসন হারিয়েছেন।
তবে, তাঁদের আর এক নেতা
শ্রীঅশোকসেন মজুমদার জিতেছেন।
সি পি এমের সহযোগী আর সি
পি আইর দুটো আসনই লাভ হয়েছে
তাঁদের নেতা শ্রীসুধীন কুমার
জিতোছেন হাওয়া থেকে।

নব কংগ্রেস এইদিন সে ১১টি আসন
পেয়েছেন তার সবকটাই নতুন। তারা
একটা আসন এখনও পর্যন্ত হারান
নি। কটোরা কেন্দ্রে গতবার অবিজয়
কংগ্রেস জিতেছিলেন। ভাগের সমর এম
এল এ গিয়েছিলেন আসতে। সেই
আসনটা এবার সি পি এম পেয়েছেন।
সি পি এম সে ১১টি আসন এখনও
পর্যন্ত পেয়েছেন তার মধ্যে মাত্র ২টি
নতুন। তাঁদের সহযোগী আর সি
পি আইও ২টি নতুন আসন পেয়েছেন।
কিন্তু আগে আগে সি পি এম তিনটি
আসন হারিয়েছেন। তিনটিই কল-
কাতার। বিধানসভার তাঁদের বহু
পুরানো আসন-সেই ১১৫২ সন
থেকে। এবার শ্রীসেন রায়-প্রধান সি
পি এম প্রার্থী হারলেন।

কাশীপুরে তাঁদের হারও বিশেষ
উল্লেখযোগ্য। শ্রী কে জি বন্দু মত
নেতা ওই রকম একটা মহাবিশ্ব এবং
প্রাক্তন এলাকার নব কংগ্রেস প্রার্থী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের কাছে প্রায়
এগারো হাজার ভোটে হেরেছেন।
বিভিন্ন জেলা থেকে সে সব পরিচালনা
পাওয়া গিয়েছে তাকেও কিন্তু মনে হচ্ছে
না যেহেতু সি পি এমের পক্ষে খুব ভাল।
কলকাতার পুরনো কেন্দ্রে সি পি এম
২০৬টা কেন্দ্রে ফলাফল প্রকাশের
কথা ছিল। সব কেন্দ্রে গণনাই কিন্তু
শুরু হতে পারেনি। রাত ১১টা পর্যন্ত
বেরিয়েছে মাত্র ২১টা কেন্দ্রে
ফলাফল।
তবে, পরিচালিত সবকেন্দ্রে শ্রীসেন
আই পারমিট করে। প্রায় ২১টা মধ্যে
নব কংগ্রেস প্রকৃত

নব কংগ্রেস প্রকৃত
প্রকাশে ভীষণ ভেঁরা হতে থাকে। কল-
কাতার সকাল আটটার বেলায় প্রথম
গণনা শুরু হয় সেখানে ফলাফল
প্রকাশিত প্রায় রাত দশটার প্রথম দিন
২০৬টা কেন্দ্রে ফলাফল প্রকাশের
কথা ছিল। সব কেন্দ্রে গণনাই কিন্তু
শুরু হতে পারেনি। রাত ১১টা পর্যন্ত
বেরিয়েছে মাত্র ২১টা কেন্দ্রে
ফলাফল।
তবে, পরিচালিত সবকেন্দ্রে শ্রীসেন
আই পারমিট করে। প্রায় ২১টা মধ্যে
নব কংগ্রেস প্রকৃত

রাত দুটো
আর যাঁরা
এগিয়ে
পট্টাচল
পট্টাচল কেন্দ্রে ভোট গণনার
এবার অস্বাভাবিক বিলম্ব।
পট্টাচল কেন্দ্রে ভোট গণনার
এবার অস্বাভাবিক বিলম্ব।

পট্টাচল
পট্টাচল কেন্দ্রে ভোট গণনার
এবার অস্বাভাবিক বিলম্ব।
পট্টাচল কেন্দ্রে ভোট গণনার
এবার অস্বাভাবিক বিলম্ব।

পট্টাচল
পট্টাচল কেন্দ্রে ভোট গণনার
এবার অস্বাভাবিক বিলম্ব।
পট্টাচল কেন্দ্রে ভোট গণনার
এবার অস্বাভাবিক বিলম্ব।

পট্টাচল
পট্টাচল কেন্দ্রে ভোট গণনার
এবার অস্বাভাবিক বিলম্ব।
পট্টাচল কেন্দ্রে ভোট গণনার
এবার অস্বাভাবিক বিলম্ব।

পট্টাচল
পট্টাচল কেন্দ্রে ভোট গণনার
এবার অস্বাভাবিক বিলম্ব।
পট্টাচল কেন্দ্রে ভোট গণনার
এবার অস্বাভাবিক বিলম্ব।

নিরঙ্কুশ। গরিষ্ঠ। ইন্দিরা

ভারতভাগ্যবিধাত্রী
তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। আবার ভারতের ভাগ্যবিধাত্রী। লোকসভায় নিরঙ্কুশ এবং গরিষ্ঠ। তিনি এবং তাঁর দল।
হিন্দুস্থান উথলে গেছে। যদি আঙুল তুলি, "হিন্দুস্থান উথল জায়গা," যিনি বলেছিলেন তিনিও একজন 'গান্ধী'।
প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা তাঁর পরবর্তী। লোকসভায় ৫১৮টি আসনের মধ্যে ২৭৮টি আসন। রাত বারোটা পর্যন্ত সর্বশেষ ফলাফল।
ইন্দিরাজী বুদ্ধিমত্তা। অনেকে কিন্তু বলেছেন, ইন্দিরাজী বোকাও। কেন তিনি বা তাঁর দল সব ক'টি আসনের জন্য লড়েননি।
"দাঁড় ভারতবাসী" বার হয়ে সমস্তের রায় দিয়েছে, সমস্তোত্তার সত্যিই কি তাঁর দরকার ছিল?।
নয়া দিল্লি থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, বৃহস্পতিবার রাত বারোটার, স্কোর বোরডের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।
১৪৭টি আসনের ফলাফল এখনও জানতে বাধা রয়েছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও নব কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তা নিরঙ্কুশ। সে ৩৭১টি
আসনের ফল ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে নব কংগ্রেসের ভাগে পড়েছে ২৭৮।

এই নির্বাচন সম্পর্কে প্রধান
কৌতূহল শেষ হয়ে গেছে যদিও-
কিন্তু, কোরোবোরের দিকে তাকিয়ে
রয়েছি। অন্য কারণে-ইন্দিরাজী তথা

নব কংগ্রেস দুই তৃতীয়াংশ ভোট
করজ্ঞ করে সংবিধান সংশোধন
কিন্তু, কোরোবোরের দিকে তাকিয়ে
রয়েছি। অন্য কারণে-ইন্দিরাজী তথা

নব কংগ্রেস দুই তৃতীয়াংশ ভোট
করজ্ঞ করে সংবিধান সংশোধন
কিন্তু, কোরোবোরের দিকে তাকিয়ে
রয়েছি। অন্য কারণে-ইন্দিরাজী তথা

নব কংগ্রেস দুই তৃতীয়াংশ ভোট
করজ্ঞ করে সংবিধান সংশোধন
কিন্তু, কোরোবোরের দিকে তাকিয়ে
রয়েছি। অন্য কারণে-ইন্দিরাজী তথা

নব কংগ্রেস দুই তৃতীয়াংশ ভোট
করজ্ঞ করে সংবিধান সংশোধন
কিন্তু, কোরোবোরের দিকে তাকিয়ে
রয়েছি। অন্য কারণে-ইন্দিরাজী তথা

নব কংগ্রেস দুই তৃতীয়াংশ ভোট
করজ্ঞ করে সংবিধান সংশোধন
কিন্তু, কোরোবোরের দিকে তাকিয়ে
রয়েছি। অন্য কারণে-ইন্দিরাজী তথা

ভোটের বাকসো শূন্য
পূর্বপ্রচারে গান্ধী কেন্দ্রে
একটি বয়ে ভোটের বাকসো শূন্য
থেকে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার শূন্য
নির্বাচন অফিসার শ্রী বি এস
রামদাস সাংবাদিকদের এই খবর
দেন। ওই খবর শুধু ভোটের
একজনও ভোট দেননি। তারা মনে
করেন যে, কোনও রাজনৈতিক দল
অথবা প্রার্থী তাঁদের ভাগ্য জন্য
কিছু করেনি।

ইন্দিরা যা
চেয়েছিলেন
সারা দেশের মানুষ আবার
জরজর করে দিল ইন্দিরা
গান্ধীকে। সাধারণ মানুষের রায়,
ইন্দিরা তারও শক্তিশালী সংগঠনের
বাহিনী নিয়ে কনকতার ফিরে আসেন।
ইন্দিরা জনতার এই রায় পাবার জন্যই
নির্বাচিত সময়ের এক বছর আগে
সংসদ ভেঙে দিয়ে নোমিয়েল
নির্বাচন।
গত ২৭ ডিসেম্বর সংসদ ভেঙে
দেবার দুপুরের পর রাষ্ট্রপতির কাছে
ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে সমস্ত
তাস্তিক এবং আনন্দজনক নীতি ও
কর্মসূচী বুঝিয়ে জমা
করেন। তাঁর জনতার কাছে নতুন করে সমস্ত
পাশের পক্ষের ভেতর দৃষ্টিতে

দেশবাসীকে
ইন্দিরার
ধন্যবাদ
নয়া দিল্লি, ১১ মার্চ-লোকসভার
অন্তিম নির্বাচন তীব্র দলের গণ
রায় 'দেওয়ান' প্রকাশিত শ্রীমতী
ইন্দিরা গান্ধী আজ দেশবাসীকে
আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।
সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ঘরোয়া
বৈঠকে তিনি বলেন: জনগণের আস্থা
ও বিশ্বাস দেখে সন্তোষিত।
হাসিলে এই দেশের শত্রু, আমদের
দায়িত্ব বড়। সেই সঙ্গে এই
৪৮ বছর তাড়াহাড়ি কষ্ট, এই
প্রেরণাও যোগাবে। -সি টি আই

দেশবাসীকে
ইন্দিরার
ধন্যবাদ
নয়া দিল্লি, ১১ মার্চ-লোকসভার
অন্তিম নির্বাচন তীব্র দলের গণ
রায় 'দেওয়ান' প্রকাশিত শ্রীমতী
ইন্দিরা গান্ধী আজ দেশবাসীকে
আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।
সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ঘরোয়া
বৈঠকে তিনি বলেন: জনগণের আস্থা
ও বিশ্বাস দেখে সন্তোষিত।
হাসিলে এই দেশের শত্রু, আমদের
দায়িত্ব বড়। সেই সঙ্গে এই
৪৮ বছর তাড়াহাড়ি কষ্ট, এই
প্রেরণাও যোগাবে। -সি টি আই

দেশবাসীকে
ইন্দিরার
ধন্যবাদ
নয়া দিল্লি, ১১ মার্চ-লোকসভার
অন্তিম নির্বাচন তীব্র দলের গণ
রায় 'দেওয়ান' প্রকাশিত শ্রীমতী
ইন্দিরা গান্ধী আজ দেশবাসীকে
আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।
সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ঘরোয়া
বৈঠকে তিনি বলেন: জনগণের আস্থা
ও বিশ্বাস দেখে সন্তোষিত।
হাসিলে এই দেশের শত্রু, আমদের
দায়িত্ব বড়। সেই সঙ্গে এই
৪৮ বছর তাড়াহাড়ি কষ্ট, এই
প্রেরণাও যোগাবে। -সি টি আই

দেশবাসীকে
ইন্দিরার
ধন্যবাদ
নয়া দিল্লি, ১১ মার্চ-লোকসভার
অন্তিম নির্বাচন তীব্র দলের গণ
রায় 'দেওয়ান' প্রকাশিত শ্রীমতী
ইন্দিরা গান্ধী আজ দেশবাসীকে
আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।
সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ঘরোয়া
বৈঠকে তিনি বলেন: জনগণের আস্থা
ও বিশ্বাস দেখে সন্তোষিত।
হাসিলে এই দেশের শত্রু, আমদের
দায়িত্ব বড়। সেই সঙ্গে এই
৪৮ বছর তাড়াহাড়ি কষ্ট, এই
প্রেরণাও যোগাবে। -সি টি আই

দেশবাসীকে
ইন্দিরার
ধন্যবাদ
নয়া দিল্লি, ১১ মার্চ-লোকসভার
অন্তিম নির্বাচন তীব্র দলের গণ
রায় 'দেওয়ান' প্রকাশিত শ্রীমতী
ইন্দিরা গান্ধী আজ দেশবাসীকে
আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।
সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ঘরোয়া
বৈঠকে তিনি বলেন: জনগণের আস্থা
ও বিশ্বাস দেখে সন্তোষিত।
হাসিলে এই দেশের শত্রু, আমদের
দায়িত্ব বড়। সেই সঙ্গে এই
৪৮ বছর তাড়াহাড়ি কষ্ট, এই
প্রেরণাও যোগাবে। -সি টি আই

দেশবাসীকে
ইন্দিরার
ধন্যবাদ
নয়া দিল্লি, ১১ মার্চ-লোকসভার
অন্তিম নির্বাচন তীব্র দলের গণ
রায় 'দেওয়ান' প্রকাশিত শ্রীমতী
ইন্দিরা গান্ধী আজ দেশবাসীকে
আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।
সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ঘরোয়া
বৈঠকে তিনি বলেন: জনগণের আস্থা
ও বিশ্বাস দেখে সন্তোষিত।
হাসিলে এই দেশের শত্রু, আমদের
দায়িত্ব বড়। সেই সঙ্গে এই
৪৮ বছর তাড়াহাড়ি কষ্ট, এই
প্রেরণাও যোগাবে। -সি টি আই

কামরাজ জয়ী
শ্রী কে জি বন্দু নব কংগ্রেসের
সভাপতি হবেন।
শ্রী কে জি বন্দু নব কংগ্রেসের
সভাপতি হবেন।

ইয়াহিয়া ভাঙছেন,
কিন্তু মচকাননি
পাক রাষ্ট্রপতির ভাঙার
ইয়াহিয়া খান বোধ হয় আরও
মচকাননি। শনিবার ৬ মার্চ তারিখের
বিশেষ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন
কোমর বসে তিনি পদত্যাগ করে
দিলেন।
এইদিন রাষ্ট্রপতিপদে একটা জরুরি
চলার জন্য তাঁর হাজির।
এইদিন রাষ্ট্রপতিপদে একটা জরুরি
চলার জন্য তাঁর হাজির।

দেশবাসীকে
ইন্দিরার
ধন্যবাদ
নয়া দিল্লি, ১১ মার্চ-লোকসভার
অন্তিম নির্বাচন তীব্র দলের গণ
রায় 'দেওয়ান' প্রকাশিত শ্রীমতী
ইন্দিরা গান্ধী আজ দেশবাসীকে
আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।
সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ঘরোয়া
বৈঠকে তিনি বলেন: জনগণের আস্থা
ও বিশ্বাস দেখে সন্তোষিত।
হাসিলে এই দেশের শত্রু, আমদের
দায়িত্ব বড়। সেই সঙ্গে এই
৪৮ বছর তাড়াহাড়ি কষ্ট, এই
প্রেরণাও যোগাবে। -সি টি আই

ভারতের টেস্ট ফলাফল

(ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট সম্বন্ধে)
মোট খেলা জয় পরাজয়
০৭ ইন্ডিজের সফল ২৫ ১ ১২ ১২
ইন্ডিজের সফল ০৭ ০ ১৮ ১৬
অস্ট্রেলিয়ার সফল ২৫ ০ ১৬ ৬
নিউজিল্যান্ডের সফল ১৬ ৭ ২ ৭
পাকিস্তানের সফল ১৫ ২ ১ ১২

১৯৮ ১৬ ৪৯ ৫০

পরের ৩টি টেস্ট

ওয়েস্ট ইন্ডিজের গায়ানার সফল
ভারতের চারদিনব্যাপী খেলাটি
আরম্ভ হচ্ছে ১২ মার্চ থেকে। তারপর
তৃতীয় টেস্ট। নীচে বাকি ৩টি টেস্টের
তারিখ দেওয়া হল।

তৃতীয় টেস্ট: ১৯, ২০, ২১, ২২
ও ২৩ মার্চ (কলকাতা)

চতুর্থ টেস্ট: ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬
এপ্রিল (রিভারসাইড)

পঞ্চম টেস্ট: ১০, ১১, ১২, ১৩
এপ্রিল (পোর্ট ব্লেক)

১৭ ও ১৮ এপ্রিল (পোর্ট অফ
স্পেন)

অফিসে ছুটি ঘোষণা

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট
ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার জরুরি
সংগার শোনার সফল সফল বহু সরকারী
ও বেসরকারী অফিস ছুটি ঘোষণা করে।

ভারতের প্রথম জয়

প্রথম পর্বতার পর

থেকে ১৯৭১-এর ১০ মার্চ পর্যন্ত দীর্ঘ
২২ বছর। ১৯৬৯-এর ৮ ফেব্রুয়ারি
বোম্বাইয়ের রাবারন স্টেডিয়ামে (পঞ্চম
টেস্ট) ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাতো
পারত, যদিও বেস্টম্যানের সেরা
ভারতের জয়ের জন্য মাত্র ৬ রান, খেলার
দেখ মিনিট সময় এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের
বল বাকি থাকতে স্ট্যান্ডিং উপর থেকে বেল
তুলে না নিতে। ভারতের তখন স্কোর
৬০৫ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৩৫৫ রান।
ফলস্বরূপ ৩৭ ও গোলাম আমের ৯ রানে
নট আউট। বলা যেতে পারে, আমগায়ারের
খাম-খোলাইতেই জয়ের মূল্য এসে
ভারত সে টেস্টে বিজয়ী হতে পারেন।

চারদিনে খেলার জয়-পরাজয়
মীমাংসিত হলেও ভারতকে জয়ের জন্য
মুখোঁ মুখোঁ উদ্বেগের মধ্যে কলকাতাতে
হলে। বহুতর খেলার গতি ঝুঁকিতে
একবার এলিগে, একবার ওলকে। চার-
দিনের খেলার দুই দ্বিধা আধিপত্য বজায়
রাখতে চেষ্টা করেছে মহা-অনিশ্চয়তার
মধ্যে।

চতুর্থ দিনের চাপ-পানের অঙ্গ ২৬১
রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস
শেষ হবার পর জয়ের জন্য ভারতের
১২৪ রানের পরকার, তখনও অনিশ্চয়তা।



ডেবুটান্ট

ইনিংসে নট আউট ৬৭। ৬৭টি রানের
মধ্যে বল মারের বাইরে পাঠিয়েছেন
৬ বার।

জয়ের মূল্যে কারো কৃতিত্বই অবশ্য
কম নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অশোক
মাকডেও প্রথম ইনিংসের ৬৪ এবং দ্বিতীয়
ইনিংসের ২৯ রানও উজ্জ্বল দাবি রাখে।
উজ্জ্বল দাবি রাখে ডেবুটান্টরাও, দুই
ও শেরের কৃতিত্বপূর্ণ বোলিং। ওয়েস্ট
ইন্ডিজের স্পিন-কুটির ফলস্বরূপ ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬১ রানের বেশী করতে
পারেন।

দুইটি উইকেট পেলেও লয়েড
ও অ্যান্ডারসন সোবারসের মূল্যবান
দুটি উইকেট পেয়েছেন। সোবারসের
স্টান্ডিং হিটসে দিয়েছেন শুন্য
রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসের
মধ্যে ২৬১ রানে ৬৪ রানে ৫টি উইকেট লাভ
নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় কৃতিত্ব। তবে তার চেয়েও বড়
কথা ভারতের দলগত সংহতি। অজিত
ওয়েস্ট ইন্ডিজের সফল কৃতিত্ব। ওয়েস্ট
ইন্ডিজের ওয়েস্ট ইন্ডিজের দল যেন একটি
সুখী পরিবার। পরপরই মনো সুখের
সমস্যা।

পরাজিত হলেও এ টেস্টে ওয়েস্ট
ইন্ডিজের গৌরবের মুহূর্ত রয়েছে। প্রথম
ইনিংসে জ্যাক নরিসের ১১টি উইকেট লাভ
হো টেস্টের এক স্মরণীয় কীর্তি। হিন্দু
স্বাধীনতা। ভারতের তরুণ খেলোয়াড় চার্লি
ডেভিসের দুই ইনিংসে অনমনীয়
দৃঢ়তার কথাও স্মরণীয়। প্রথম ইনিংসে
ডেভিসের ৭১ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৬
রান। নাট্য ও গম্বিৎ ব্যাটসম্যানের
স্বভাবের গতি ভারতীয় দল গৌরব অর্জন
করেছে। আরি আশা কীর, ভারতের এই
সফল ভারতীয় ক্রিকেট দলকে আগামী
ইনিংসে প্রদর্শনও বহুতর উৎসাহিত করে।

দ্বিতীয় ইনিংসে অনমনীয়
দৃঢ়তার কথাও স্মরণীয়। প্রথম ইনিংসে
ডেভিসের ৭১ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৬
রান। নাট্য ও গম্বিৎ ব্যাটসম্যানের
স্বভাবের গতি ভারতীয় দল গৌরব অর্জন
করেছে। আরি আশা কীর, ভারতের এই
সফল ভারতীয় ক্রিকেট দলকে আগামী
ইনিংসে প্রদর্শনও বহুতর উৎসাহিত করে।



নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

নন্দী গাভাসকার

পয়মন্ত

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-প্রথম ইনিংস
আর ফোর্বাসের এল বি ডবলিউ
ব আবিদ আলি ০
এস কামাচো ক সোলকার ১৮
আর কানহাই ক সোলকার ১৮
সি লয়েড ক সোলকার ০৭
সি ডেভিস নট আউট ৭১
সি সোবারস ক ডেবুটান্ট ২৯
এ ব্যাটের ক সোলকার ৮
ফিনজেল ক বি বেন্ডী ১
ডি হোল্ডার ক কৃষ্ণমতি ১৪
শিলিংফোর্ড ক সোলকার ২৫
জে নরিস ক বি প্রসন্ন ২৫
অতিরিক্ত-৪
মোট-২১৪
উইকেট পতন-১১০, ২১৪, ৩১৬, ৪১৬, ৫১৬, ৬১৬, ৭১৬, ৮১৬, ৯১৬, ১০১৬, ১১৬, ১২৬, ১৩৬, ১৪৬, ১৫৬, ১৬৬, ১৭৬, ১৮৬, ১৯৬, ২০৬, ২১৬, ২২৬, ২৩৬, ২৪৬, ২৫৬, ২৬৬, ২৭৬, ২৮৬, ২৯৬, ৩০৬, ৩১৬, ৩২৬, ৩৩৬, ৩৪৬, ৩৫৬, ৩৬৬, ৩৭৬, ৩৮৬, ৩৯৬, ৪০৬, ৪১৬, ৪২৬, ৪৩৬, ৪৪৬, ৪৫৬, ৪৬৬, ৪৭৬, ৪৮৬, ৪৯৬, ৫০৬, ৫১৬, ৫২৬, ৫৩৬, ৫৪৬, ৫৫৬, ৫৬৬, ৫৭৬, ৫৮৬, ৫৯৬, ৬০৬, ৬১৬, ৬২৬, ৬৩৬, ৬৪৬, ৬৫৬, ৬৬৬, ৬৭৬, ৬৮৬, ৬৯৬, ৭০৬, ৭১৬, ৭২৬, ৭৩৬, ৭৪৬, ৭৫৬, ৭৬৬, ৭৭৬, ৭৮৬, ৭৯৬, ৮০৬, ৮১৬, ৮২৬, ৮৩৬, ৮৪৬, ৮৫৬, ৮৬৬, ৮৭৬, ৮৮৬, ৮৯৬, ৯০৬, ৯১৬, ৯২৬, ৯৩৬, ৯৪৬, ৯৫৬, ৯৬৬, ৯৭৬, ৯৮৬, ৯৯৬, ১০০৬, ১০১৬, ১০২৬, ১০৩৬, ১০৪৬, ১০৫৬, ১০৬৬, ১০৭৬, ১০৮৬, ১০৯৬, ১১০৬, ১১১৬, ১১২৬, ১১৩৬, ১১৪৬, ১১৫৬, ১১৬৬, ১১৭৬, ১১৮৬, ১১৯৬, ১২০৬, ১২১৬, ১২২৬, ১২৩৬, ১২৪৬, ১২৫৬, ১২৬৬, ১২৭৬, ১২৮৬, ১২৯৬, ১৩০৬, ১৩১৬, ১৩২৬, ১৩৩৬, ১৩৪৬, ১৩৫৬, ১৩৬৬, ১৩৭৬, ১৩৮৬, ১৩৯৬, ১৪০৬, ১৪১৬, ১৪২৬, ১৪৩৬, ১৪৪৬, ১৪৫৬, ১৪৬৬, ১৪৭৬, ১৪৮৬, ১৪৯৬, ১৫০৬, ১৫১৬, ১৫২৬, ১৫৩৬, ১৫৪৬, ১৫৫৬, ১৫৬৬, ১৫৭৬, ১৫৮৬, ১৫৯৬, ১৬০৬, ১৬১৬, ১৬২৬, ১৬৩৬, ১৬৪৬, ১৬৫৬, ১৬৬৬, ১৬৭৬, ১৬৮৬, ১৬৯৬, ১৭০৬, ১৭১৬, ১৭২৬, ১৭৩৬, ১৭৪৬, ১৭৫৬, ১৭৬৬, ১৭৭৬, ১৭৮৬, ১৭৯৬, ১৮০৬, ১৮১৬, ১৮২৬, ১৮৩৬, ১৮৪৬, ১৮৫৬, ১৮৬৬, ১৮৭৬, ১৮৮৬, ১৮৯৬, ১৯০৬, ১৯১৬, ১৯২৬, ১৯৩৬, ১৯৪৬, ১৯৫৬, ১৯৬৬, ১৯৭৬, ১৯৮৬, ১৯৯৬, ২০০৬, ২০১৬, ২০২৬, ২০৩৬, ২০৪৬, ২০৫৬, ২০৬৬, ২০৭৬, ২০৮৬, ২০৯৬, ২১০৬, ২১১৬, ২১২৬, ২১৩৬, ২১৪৬, ২১৫৬, ২১৬৬, ২১৭৬, ২১৮৬, ২১৯৬, ২২০৬, ২২১৬, ২২২৬, ২২৩৬, ২২৪৬, ২২৫৬, ২২৬৬, ২২৭৬, ২২৮৬, ২২৯৬, ২৩০৬, ২৩১৬, ২৩২৬, ২৩৩৬, ২৩৪৬, ২৩৫৬, ২৩৬৬, ২৩৭৬, ২৩৮৬, ২৩৯৬, ২৪০৬, ২৪১৬, ২৪২৬, ২৪৩৬, ২৪৪৬, ২৪৫৬, ২৪৬৬, ২৪৭৬, ২৪৮৬, ২৪৯৬, ২৫০৬, ২৫১৬, ২৫২৬, ২৫৩৬, ২৫৪৬, ২৫৫৬, ২৫৬৬, ২৫৭৬, ২৫৮৬, ২৫৯৬, ২৬০৬, ২৬১৬, ২৬২৬, ২৬৩৬, ২৬৪৬, ২৬৫৬, ২৬৬৬, ২৬৭৬, ২৬৮৬, ২৬৯৬, ২৭০৬, ২৭১৬, ২৭২৬, ২৭৩৬, ২৭৪৬, ২৭৫৬, ২৭৬৬, ২৭৭৬, ২৭৮৬, ২৭৯৬, ২৮০৬, ২৮১৬, ২৮২৬, ২৮৩৬, ২৮৪৬, ২৮৫৬, ২৮৬৬, ২৮৭৬, ২৮৮৬, ২৮৯৬, ২৯০৬, ২৯১৬, ২৯২৬, ২৯৩৬, ২৯৪৬, ২৯৫৬, ২৯৬৬, ২৯৭৬, ২৯৮৬, ২৯৯৬, ৩০০৬, ৩০১৬, ৩০২৬, ৩০৩৬, ৩০৪৬, ৩০৫৬, ৩০৬৬, ৩০৭৬, ৩০৮৬, ৩০৯৬, ৩১০৬, ৩১১৬, ৩১২৬, ৩১৩৬, ৩১৪৬, ৩১৫৬, ৩১৬৬, ৩১৭৬, ৩১৮৬, ৩১৯৬, ৩২০৬, ৩২১৬, ৩২২৬, ৩২৩৬, ৩২৪৬, ৩২৫৬, ৩২৬৬, ৩২৭৬, ৩২৮৬, ৩২৯৬, ৩৩০৬, ৩৩১৬, ৩৩২৬, ৩৩৩৬, ৩৩৪৬, ৩৩৫৬, ৩৩৬৬, ৩৩৭৬, ৩৩৮৬, ৩৩৯৬, ৩৪০৬, ৩৪১৬, ৩৪২৬, ৩৪৩৬, ৩৪৪৬, ৩৪৫৬, ৩৪৬৬, ৩৪৭৬, ৩৪৮৬, ৩৪৯৬, ৩৫০৬, ৩৫১৬, ৩৫২৬, ৩৫৩৬, ৩৫৪৬, ৩৫৫৬, ৩৫৬৬, ৩৫৭৬, ৩৫৮৬, ৩৫৯৬, ৩৬০৬, ৩৬১৬, ৩৬২৬, ৩৬৩৬, ৩৬৪৬, ৩৬৫৬, ৩৬৬৬, ৩৬৭৬, ৩৬৮৬, ৩৬৯৬, ৩৭০৬, ৩৭১৬, ৩৭২৬, ৩৭৩৬, ৩৭৪৬, ৩৭৫৬, ৩৭৬৬, ৩৭৭৬, ৩৭৮৬, ৩৭৯৬, ৩৮০৬, ৩৮১৬, ৩৮২৬, ৩৮৩৬, ৩৮৪৬, ৩৮৫৬, ৩৮৬৬, ৩৮৭৬, ৩৮৮৬, ৩৮৯৬, ৩৯০৬, ৩৯১৬, ৩৯২৬, ৩৯৩৬, ৩৯৪৬, ৩৯৫৬, ৩৯৬৬, ৩৯৭৬, ৩৯৮৬, ৩৯৯৬, ৪০০৬, ৪০১৬, ৪০২৬, ৪০৩৬, ৪০৪৬, ৪০৫৬, ৪০৬৬, ৪০৭৬, ৪০৮৬, ৪০৯৬, ৪১০৬, ৪১১৬, ৪১২৬, ৪১৩৬, ৪১৪৬, ৪১৫৬, ৪১৬৬, ৪১৭৬, ৪১৮৬, ৪১৯৬, ৪২০৬, ৪২১৬, ৪২২৬, ৪২৩৬, ৪২৪৬, ৪২৫৬, ৪২৬৬, ৪২৭৬, ৪২৮৬, ৪২৯৬, ৪৩০৬, ৪৩১৬, ৪৩২৬, ৪৩৩৬, ৪৩৪৬, ৪৩৫৬, ৪৩৬৬, ৪৩৭৬, ৪৩৮৬, ৪৩৯৬, ৪৪০৬, ৪৪১৬, ৪৪২৬, ৪৪৩৬, ৪৪৪৬, ৪৪৫৬, ৪৪৬৬, ৪৪৭৬, ৪৪৮৬, ৪৪৯৬, ৪৫০৬, ৪৫১৬, ৪৫২৬, ৪৫৩৬, ৪৫৪৬, ৪৫৫৬, ৪৫৬৬, ৪৫৭৬, ৪৫৮৬, ৪৫৯৬, ৪৬০৬, ৪৬১৬, ৪৬২৬, ৪৬৩৬, ৪৬৪৬, ৪৬৫৬, ৪৬৬৬, ৪৬৭৬, ৪৬৮৬, ৪৬৯৬, ৪৭০৬, ৪৭১৬, ৪৭২৬, ৪৭৩৬, ৪৭৪৬, ৪৭৫৬, ৪৭৬৬, ৪৭৭৬, ৪৭৮৬, ৪৭৯৬, ৪৮০৬, ৪৮১৬, ৪৮২৬, ৪৮৩৬, ৪৮৪৬, ৪৮৫৬, ৪৮৬৬, ৪৮৭৬, ৪৮৮৬, ৪৮৯৬, ৪৯০৬, ৪৯১৬, ৪৯২৬, ৪৯৩৬, ৪৯৪৬, ৪৯৫৬, ৪৯৬৬, ৪৯৭৬, ৪৯৮৬, ৪৯৯৬, ৫০০৬, ৫০১৬, ৫০২৬, ৫০৩৬, ৫০৪৬, ৫০৫৬, ৫০৬৬, ৫০৭৬, ৫০৮৬, ৫০৯৬, ৫১০৬, ৫১১৬, ৫১২৬, ৫১৩৬, ৫১৪৬, ৫১৫৬, ৫১৬৬, ৫১৭৬, ৫১৮৬, ৫১৯৬, ৫২০৬, ৫২১৬, ৫২২৬, ৫২৩৬, ৫২৪৬, ৫২৫৬, ৫২৬৬, ৫২৭৬, ৫২৮৬, ৫২৯৬, ৫৩০৬, ৫৩১৬, ৫৩২৬, ৫৩৩৬, ৫৩৪৬, ৫৩৫৬, ৫৩৬৬, ৫৩৭৬, ৫৩৮৬, ৫৩৯৬, ৫৪০৬, ৫৪১৬, ৫৪২৬, ৫৪৩৬, ৫৪৪৬, ৫৪৫৬, ৫৪৬৬, ৫৪৭৬, ৫৪৮৬, ৫৪৯৬, ৫৫০৬, ৫৫১৬, ৫৫২৬, ৫৫৩৬, ৫৫৪৬, ৫৫৫৬, ৫৫৬৬, ৫৫৭৬, ৫৫৮৬, ৫৫৯৬, ৫৬০৬, ৫৬১৬, ৫৬২৬, ৫৬৩৬, ৫৬৪৬, ৫৬৫৬, ৫৬৬৬, ৫৬৭৬, ৫৬৮৬, ৫৬৯৬, ৫৭০৬, ৫৭১৬, ৫৭২৬, ৫৭৩৬, ৫৭৪৬, ৫৭৫৬, ৫৭৬৬, ৫৭৭৬, ৫৭৮৬, ৫৭৯৬, ৫৮০৬, ৫৮১৬, ৫৮২৬, ৫৮৩৬, ৫৮৪৬, ৫৮৫৬, ৫৮৬৬, ৫৮৭৬, ৫৮৮৬, ৫৮৯৬, ৫৯০৬, ৫৯১৬, ৫৯২৬, ৫৯৩৬, ৫৯৪৬, ৫৯৫৬, ৫৯৬৬, ৫৯৭৬, ৫৯৮৬, ৫৯৯৬, ৬০০৬, ৬০১৬, ৬০২৬, ৬০৩৬, ৬০৪৬, ৬০৫৬, ৬০৬৬, ৬০৭৬, ৬০৮৬, ৬০৯৬, ৬১০৬, ৬১১৬, ৬১২৬, ৬১৩৬, ৬১৪৬, ৬১৫৬, ৬১৬৬, ৬১৭৬, ৬১৮৬, ৬১৯৬, ৬২০৬, ৬২১৬, ৬২২৬, ৬২৩৬, ৬২৪৬, ৬২৫৬, ৬২৬৬, ৬২৭৬, ৬২৮৬, ৬২৯৬, ৬৩০৬, ৬৩১৬, ৬৩২৬, ৬৩৩৬, ৬৩৪৬, ৬৩৫৬, ৬৩৬৬, ৬৩৭৬, ৬৩৮৬, ৬৩৯৬, ৬৪০৬, ৬৪১৬, ৬৪২৬, ৬৪৩৬, ৬৪৪৬, ৬৪৫৬, ৬৪৬৬, ৬৪৭৬, ৬৪৮৬, ৬৪৯৬, ৬৫০৬, ৬৫১৬, ৬৫২৬, ৬৫৩৬, ৬৫৪৬, ৬৫৫৬, ৬৫৬৬, ৬৫৭৬, ৬৫৮৬, ৬৫৯৬, ৬৬০৬, ৬৬১৬, ৬৬২৬, ৬৬৩৬, ৬৬৪৬, ৬৬৫৬, ৬৬৬৬, ৬৬৭৬, ৬৬৮৬, ৬৬৯৬, ৬৭০৬, ৬৭১৬, ৬৭২৬, ৬৭৩৬, ৬৭৪৬, ৬৭৫৬, ৬৭৬৬, ৬৭৭৬, ৬৭৮৬, ৬৭৯৬, ৬৮০৬, ৬৮১৬, ৬৮২৬, ৬৮৩৬, ৬৮৪৬, ৬৮৫৬, ৬৮৬৬, ৬৮৭৬, ৬৮৮৬, ৬৮৯৬, ৬৯০৬, ৬৯১৬, ৬৯২৬, ৬৯৩৬, ৬৯৪৬, ৬৯৫৬, ৬৯৬৬, ৬৯৭৬, ৬৯৮৬, ৬৯৯৬, ৭০০৬, ৭০১৬, ৭০২৬, ৭০৩৬, ৭০৪৬, ৭০৫৬, ৭০৬৬, ৭০৭৬, ৭০৮৬, ৭০৯৬, ৭১০৬, ৭১১৬, ৭১২৬, ৭১৩৬, ৭১৪৬, ৭১৫৬, ৭১৬৬, ৭১৭৬, ৭১৮৬, ৭১৯৬, ৭২০৬, ৭২১৬, ৭২২৬, ৭২৩৬, ৭২৪৬, ৭২৫৬, ৭২৬৬, ৭২৭৬, ৭২৮৬, ৭২৯৬, ৭৩০৬, ৭৩১৬, ৭৩২৬, ৭৩৩৬, ৭৩৪৬, ৭৩৫৬, ৭৩৬৬, ৭৩৭৬, ৭৩৮৬, ৭৩৯৬, ৭৪০৬, ৭৪১৬, ৭৪২৬, ৭৪৩৬, ৭৪৪৬, ৭৪৫৬, ৭৪৬৬, ৭৪৭৬, ৭৪৮৬, ৭৪৯৬, ৭৫০৬, ৭৫১৬, ৭৫২৬, ৭৫৩৬, ৭৫৪৬, ৭৫৫৬, ৭৫৬৬, ৭৫৭৬, ৭৫৮৬, ৭৫৯৬, ৭৬০৬, ৭৬১৬, ৭৬২৬, ৭৬৩৬, ৭৬৪৬, ৭৬৫৬, ৭৬৬৬, ৭৬৭৬, ৭৬৮৬, ৭৬৯৬, ৭৭০৬, ৭৭১৬, ৭৭২৬, ৭৭৩৬, ৭৭৪৬, ৭৭৫৬, ৭৭৬৬, ৭৭৭৬, ৭৭৮৬, ৭৭৯৬, ৭৮০৬, ৭৮১৬, ৭৮২৬, ৭৮৩৬, ৭৮৪৬, ৭৮৫৬, ৭৮৬৬, ৭৮৭৬, ৭৮৮৬, ৭৮৯৬, ৭৯০৬, ৭৯১৬, ৭৯২৬, ৭৯৩৬, ৭৯৪৬, ৭৯৫৬, ৭৯৬৬, ৭৯৭৬, ৭৯৮৬, ৭৯৯৬, ৮০০৬, ৮০১৬, ৮০২৬, ৮০৩৬, ৮০৪৬, ৮০৫৬, ৮০৬৬, ৮০৭৬, ৮০৮৬, ৮০৯৬, ৮১০৬, ৮১১৬,

